सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग
मुख्य परीक्षा पेपर

डाउनलोड

संघ लोक सेवा आयोग

मुख्य परीक्षा

प्रश्न पत्र – 2018

(अनिवार्य विषय)

विषय : बंगाली (Bengali)

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.in

CS (MAIN) EXAM:2018

EGT–C–BNGL

বাংলা

(আবশ্যিক)

সময় : ৩ ঘণ্টা	পূর্ণাঙ্ক : 300

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে পড়ুন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মানা করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিষ্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours	Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.in

1. নিম্নলিখিত যে কোনো **একটি** বিষয়ে *600* শব্দের প্রবন্ধ রচনা করুন : 100

(a) গণতন্ত্রে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা

(b) পরিবেশ ও স্বনির্ভরতা

(c) বিশ্বায়নে ভাষার ভূমিকা

(d) ভারতীয় অর্থনীতি ও তার প্রত্যাহ্বান (চ্যালেঞ্জ)

2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যে-সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন : 12×5=60

গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বের আকর্ষণের কারণ হল তিনি আত্মশক্তির অস্ত্রকে পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করেন এবং সত্যাগ্রহকে ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। তবুও এটা ভাবনার বিষয় যে, কেন তিনি অহিংসার সাহায্য নেন? তার কারণ, হিংসার সাহায্যে তিনি ভারতকে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারেননি অথবা তার কারণ হল তিনি মানব সমাজকে এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে মানুষ যতক্ষণ পশু-প্রবৃত্তি ব্যবহার করে ততক্ষণ তাকে মানুষ বলা যায় না। প্রথম বিষয়টি এটাই প্রমাণ করে যে অহিংসা হল দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির অস্ত্র। অর্থাৎ আমাদের কাছে যখন ট্যাঙ্ক থাকে না, তখন আমরা অহিংসাকে স্বীকার করি। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি অহিংসাকে মানব উন্নয়নের উৎসরূপে গুরুত্ব দিতে চায়। এটা তাকে পবিত্র হতে সাহায্য করে।

বস্তুত ভারতীয়রা যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল তাদের অনেকেই মনে করত যে, তখন অহিংসাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য অস্ত্র কারণ হিংসার অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশের মোকাবিলা করার মতো সুযোগ বা শক্তি কোনোটাই আমাদের ছিল না। অহিংসা ব্যতিরেকে ভারতকে স্বাধীন করার বিষয়ে তিনি সহমত পোষণ করতেন না।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ ছিল একটা বড় লক্ষ্য কিন্তু বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল মানুষের স্বভাব এবং বিচারবুদ্ধির পরিবর্তন। তিনি চেয়েছিলেন যে, মানুষ এটাই বিশ্বাস করুক যে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা তিনি নিষ্ঠুর অস্ত্রের দ্বারা করেছেন তা মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা করা সম্ভব। গান্ধীজীর মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধু দেশের লোকের বেদনা দূর করা নয়, মানুষের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তির বিরোধিতাও ছিল লক্ষ্য। ঘৃণা, ক্রোধ এবং রোষ—এসবই কেবলমাত্র পশুর মধ্যেই দেখা যায় এবং প্রবৃত্তির দ্বারা তারা তাদের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করে। কিন্তু মানুষ পশুদের থেকে আলাদা এবং সে জন্য তার পক্ষে এটাই সঠিক যে প্রবৃত্তিকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এই সব প্রাপ্ত উপাদানের সাহায্যে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার সমাধান করবে যা পশুর পক্ষে সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন, কেন গান্ধীজী এই পথ বেছে নিলেন? ভারতের অহিংসার এই পথ অন্য দেশে নেই কেন? অনেকেই প্রশ্নটা এই বলে এড়িয়ে যেতে চাইবেন যে, এটা একটা নিছক হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার। বলা হয় যে অহিংসার ধারণা ও আইন অমান্য একযোগে যুক্ত। আমেরিকার চিন্তাবিদ থেরু এবং রাশিয়ার সন্ত সাহিত্যিক টলস্টয়ও এই বিষয়ে আলোকিত ছিলেন। গান্ধীজীও তাঁদের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই ভারতেই অরবিন্দও গান্ধীজীর আগে আইন অমান্য ও অসহযোগ বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। তবুও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, ভারতেই কেন প্রথম এই ধারণার রূপ প্রকাশ পায়?

উত্তরটি স্পষ্ট যে আত্মশক্তি, শারীরিক শক্তির তুলনায় উৎকৃষ্ট। এবং এই সত্য অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের জনগণই বেশি উপলব্ধি করেছে। যখন থেরু, টলস্টয়, এমার্শন ও রোমাঁ রোলা তাঁদের ধারণা ব্যক্ত করেন, তখন ভারতীয় দর্শন এর পিছনে অনুঘটকের কাজ করে। তখন একজনই সেই চিন্তাকে ছুঁতে পারলেন যিনি ভারতীয় আদর্শে, ভারতীয় চিন্তাধারায়, ভারতীয় প্রকৃতি অনুযায়ী আগুয়ান হলেন। থেরু বা টলস্টয়ের ক্ষেত্রে এইসব বিষয়গুলি ছিল। একমাত্র অরবিন্দের মতো ভারতীয়ের ক্ষেত্রে সেই চিন্তার প্রস্ফুটন দেখা যায়।

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.in

প্রশ্নাবলী :

(a) গান্ধীজীর প্রতি বিশ্ব আকৃষ্ট হল কেন?

(b) গান্ধীজী কেন অহিংসাকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান অস্ত্র করেন?

(c) লেখকের মতে মানুষ ও পশুর পার্থক্য কী?

(d) ভারতেই কেন অহিংসার প্রয়োগ আরম্ভ হয়?

(e) আইন অমান্য ধারণায় পৌঁছতে কে পারে?

3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের কোনো শীর্ষক দেবার প্রয়োজন নেই : 60

ইতিহাসের নিয়মনীতির সঙ্গে জড়িত জ্ঞান অন্যান্য যুগের মানুষের তুলনায় আধুনিক যুগে মানুষের কাছে অনেক বেশি সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে সে এক ঐতিহাসিক 'ব্যক্তি'। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতা, ইতিহাসের ভাষার সমার্থক হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল তা ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের ওপর বর্তায়। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে বাস করে না—এই অভিমত জোর পায় যখন সে বাস করে ইতিহাসের সাহচর্যে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। অর্থাৎ যে ঘটনা আজ ঘটছে তা আগে কখনও ঘটেনি। মানুষের ক্রমপ্রগতির এই জ্ঞান আগে অজানা ছিল। অন্তত প্রাচীন গ্রীকদের কাছে। ভারতীয় চিন্তাবিদদের কাছে তা ছিল অজানা ও অদ্ভুত। তারা সময়কে রৈখিক না ভেবে চক্রাকার ভাবত। ঐতিহ্য চালিত হয়ে তখন জীবনশৈলী ছিল নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন। এখন তা হয়ে উঠল ইতিহাসের অনুবর্তী। মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ক্রমানুবর্তের পথে চালিত। ঐতিহ্যের কথা জানবার জন্যে মানুষকে এবার পিছন ফিরে তাকাতে হল।

তবুও ঘটনা হল যে, আজ যা ইতিহাস তা গতকাল বোঝা যায়নি। আবার এ কথাও সত্য যে মানুষ সময়ের ভারে ক্লান্ত। উনিশ শতকে ইতিহাসের জ্ঞান সার্বজনীন ক্ষমতার দ্বারা সুরক্ষিত। মানুষের ইতিহাস উন্নয়নের, প্রগতির। ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য নিয়ম, বিধি ও ফরমুলা এখনও রয়েছে। কিন্তু সেসব প্রয়োগের নানা সম্ভাবনার নিগড়ে বাঁধা। তথাপি প্রয়োগের নানা উদাসীন্য থাকে। এর নানা বিভ্রান্তি রয়েছে যে দরজাবন্ধ ভবিষ্যতে তা উপযুক্ত কিনা। এটা কেমন বৈজ্ঞানিক, গৌরবময় যৌক্তিকতা যা নাকি মানুষকে ভীতিময় ভবিষ্যতে পৌঁছে দেয়।

এ ছাড়াও রয়েছে নানা বিষয়। আমরা মানবরূপে জানি না মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সব উপায়। সেটা হল অনুমান ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে গঠিত ভবিষ্যৎ যা মানুষের তৈরি। ইতিহাসের জ্ঞানের দ্বারা তা বিশেষভাবে প্রণীত। কিন্তু এই ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের ভয়াবহতার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং রয়েছে বলার মতো কথা যে এই ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ আমাদের বর্তমানের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার জন্য গড়া সম্ভব। সে হয় এক শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন, নয় তো কম্পিউটার চালিত রোবটের যান্ত্রিক জ্ঞান। এসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা একটা কাল্পনিক সময়ে বাস করি যা প্রকৃত সময় নয়। এটা বড় অদ্ভুত যে এই ভবিষ্যতে মানুষের মৃত্যু উধাও হয়ে গেছে। কারণ আমরা নিজেদের মৃত্যুভয়ে তাড়িত হয়ে ভবিষ্যতের আশ্রয় নিয়েছি।

এটাকে আধুনিক যুগের পরিহাস বলা চলে যে আজকের মানুষ ইতিহাসের জ্ঞান থেকে ভীত। অন্যদিকে জীবনধারারূপ ইতিহাস শুকিয়ে যায়, অতীতের শুষ্কতায় চাপা পড়ে, আসন্ন ভবিষ্যতের ভারে। মানুষ নদীর জলে ডুবতে ডুবতে নদীর জলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় ব্যর্থ হয়। ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া মানুষও সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। সে ইতিহাসের দ্বারা ভুলপথে চালিত হতে পারে না। কিন্তু সে এটাকে তার জীবন মৃত্যুর সাক্ষীরূপে দাঁড় করাতে পারে না। ইতিহাস যা মানুষের জীবনেও সাক্ষ্য বহন করে না তা অর্থহীন। এই হল কারণ যে, ইতিহাসের জ্ঞান একটা সংস্কারে পরিণত যা থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে চায়। শুধু ভবিষ্যৎ সন্ধান তার উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু বর্তমানের হাত থেকে কি মুক্ত হওয়া সম্ভব? একদিকে মানুষ ইতিহাসে মরণশীল অন্যদিকে সে ইতিহাসের জীবন্ত। যদিও ভাগ্য তার নিজের অতীতের দ্বারা চালিত তবুও নিজেকে সে ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত করে যা সে আলোকিত করে।

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.in

4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন : 20

আধুনিক যুগ হল তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ। তথ্য ও প্রযুক্তি হল এ যুগের নতুন আবিষ্কার যা মানব জাতিকে ঋদ্ধ করেছে। নানা সমৃদ্ধি ও বিস্ময়কর ভাব উন্নয়ন তার অর্জন। আমরা পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বসে অন্য প্রান্তের তথ্য জানতে পারি কেবলমাত্র এই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে। তথ্য প্রদানের এই সুবিধা বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী আমাদের হাতে এসে ধরা পড়েছে। বিশ্বায়ন ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণা হল বিশ্বের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফল।

আজ আমাদের সেই সব দিনের কথা স্মরণ করা উচিত যখন ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। তথ্য দেওয়া হতো ডাকহরকরাদের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে সময় লাগত অনেক বেশি। জীবন সেই সময় কি কঠিন ছিল সেটা আজ অনুমান করা সহজ নয়। সময়ের পরিবর্তন হল যখন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিত্য চালু হল। ডাক ও টেলি যোগাযোগ, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ক্রমে উন্নত হল। সংবাদ প্রেরিত হল সংবাদ-অক্ষরের মাধ্যমে। জীবনে অনেক গতি এল। রেডিও ও টেলিভিশন এই বিষয়ে অনেক উন্নতি করল যখন কম্পিউটার চালু হল। তথ্যের জগতে একটা নতুন বিপ্লব দেখা দিল। ইন্টারনেটের উন্নতির পর সব কম্পিউটার একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হল। সহজে খুবই দ্রুততার সঙ্গে যোগাযোগ হল। নতুন নতুন পরিবর্তন দেখা গেল বিশ্ব তথ্যের জগতে। সবচেয়ে নতুন তথ্যটি দ্রুত পাওয়া সম্ভব হল। আজ যে কেউ তার বিক্রয়যোগ্য যে কোনো জায়গার উৎপাদনকে সহজেই পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বিজ্ঞাপিত করতে পারে। আজ কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সুবিধা সমস্ত ঘরে ও অফিসে পাওয়া সম্ভব। এই সবের সাহায্যে বিমানের টিকিট, রেলের টিকিট, বাস ও সিনেমার টিকিট অগ্রিম সংগ্রহ করা সম্ভব। সংরক্ষণের অবস্থা যাচাই করা সম্ভব। পথ ও যাতায়াতের জন্য গাড়ির তথ্য পাওয়া সম্ভব, আজকের মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের সাহায্যে। আজ আমরা বাড়িতে বসে সব অর্ডার দিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, এইটাই হল সবচেয়ে সস্তায় পাওয়া সংযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য জ্ঞাপন পন্থা।

5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : 20

Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle. This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal.

Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male dominated societies. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally.

Downloaded From: http://www.dhyeyaias.in

6. *(a)* শব্দযুগলের পার্থক্য নির্দেশ করুন : 2×5=10

(i) পদবিভ্রম, পদবিভ্রাট

(ii) পূর্বাভাষ, পূর্বাভাস

(iii) পূর্বাহ্ণ, পূর্বাহ্

(iv) সত্তা, স্বত্ব

(v) সম্মেলন, সম্মীলন

(b) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) লক্ষণের ফল

(ii) কলুর বলদ

(iii) বিসমিল্লায় গলদ

(iv) তালপাতার সিপাই

(v) ধিনিকেষ্ট

(c) বিশেষ্য থেকে বিশেষণ ও বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিণত করুন : 2×5=10

(i) ভারত

(ii) মহাদেশ

(iii) ইন্দ্র

(iv) ঐচ্ছিক

(v) নিমিত্ত

(d) নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন : 2×5=10

(i) যাবজ্জীবন

(ii) সন্ধ্যাপ্রদীপ

(iii) ক্রিয়াকর্ম

(iv) বাক্যালাপ

(v) পঞ্চপ্রদীপ

★ ★ ★

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए **9205336039** पर **"Hi Dhyeya IAS"** लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400